জাহান্নাম সিরিজ-১১

النار আন্ নার পর্ব-৫

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

আজকের আলোচনার বিষয়ঃ জাহান্নাম সিরিজ ১১-النار আন্ নার পর্ব-৫। আন্নার অর্থ হচ্ছে আগুন।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল মুজাদালা

১) তারা হবে আগুনের অধিবাসী , সেখানেই থাকবে তারা চিরকাল।

সুরা ৫৮ মুজাদালা, আয়াতঃ ১৭

لَنْ تُغْنِيَ عَنْهُمْ اَمْوَالُهُمْ وَلَآ اَوْلَادُهُمْ مِّنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا ؕ اُولٰٓئِكَ

اَصْحٰبُ النَّارِ ۚ هُمْ فِيْهَا خٰلِدُوْنَ ﴿١٧﴾

আল্লাহর আযাবের মুকাবিলায় তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি তাদের কোন কাজে আসবে না, তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে ।

পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হাশর

২) আর আখিরাতে তাদের জন্যে রয়েছে আগুনের আযাব।

সুরা ৫৯ আল হাশর, আয়াতঃ৩

وَلَوْلَآ اَنْ كَتَبَ اللّٰهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَآءَ لَعَذَّبَهُمْ فِى الدُّنْيَا ؕ وَلَهُمْ فِى
الْاٰخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ ۝٣

আল্লাহ তাদের নির্বাসনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করলেও তাদেরকে পৃথিবীতে (অন্য) শাস্তি দিতেন; আর পরকালে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আযাব।

৩) তাদের দুজনের (শয়তান ও কাফির) পরিণতিই হবে জাহান্নামের আগুন।

সুরা ৫৯ আল হাশর, আয়াতঃ ১৭

فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَآ اَنَّهُمَا فِى النَّارِ خَالِدَيْنِ فِيْهَا ؕ وَذٰلِكَ جَزٰٓؤُا
الظّٰلِمِيْنَ ۝١٧

ফলে উভয়ের পরিণাম হবে জাহান্নাম। সেখানে তারা স্থায়ী হবে এবং এটাই যালিমদের কর্মফল।

৪) আগুনের অধিবাসী জাহান্নামীরা ও জান্নাতিরা সমান নয়। কারণ জান্নাতিরা হবে সফলকাম।

সুরা ৫৯ আল হাশর, আয়াতঃ ২০

لَا يَسْتَوِىْٓ اَصْحٰبُ النَّارِ وَاَصْحٰبُ الْجَنَّةِ ؕ اَصْحٰبُ الْجَنَّةِ هُمُ
الْفَآئِزُوْنَ ۝٢٠

জাহান্নামের অধিবাসী এবং জান্নাতের অধিবাসী সমান নয়। জান্নাতবাসীরাই সফলকাম।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাগাবুন</u>

৫) আর যারা কুফুরী করবে এবং প্রত্যাখ্যান করবে আমার আয়াত তারাই হবে আগুনের অধিবাসী।

সুরা ৬৪ আত্ তাগা বুন, আয়াতঃ ১০

কিন্তু যারা কুফুরী করে এবং আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে তারাই জাহান্নামের অধিবাসী, সেখানে তারা স্থায়ী হবে। কত মন্দ ঐ প্রত্যাবর্তন স্থল!

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আত্ তাহ্রীম</u>

৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবাবর্গকে রক্ষা করো জাহান্নামের আগুন থেকে।

সুরা ৬৬ আত্ তাহ্রীম, আয়াতঃ ৬

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْٓا اَنْفُسَكُمْ وَ اَهْلِيْكُمْ نَارًا وَّ قُوْدُهَا
النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلٰٓئِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَّا يَعْصُوْنَ اللّٰهَ
مَآ اَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُوْنَ مَا يُؤْمَرُوْنَ ۝٦

হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার পরিজনকে রক্ষা কর ঐ অগ্নি হতে , যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে নিয়োজিত আছে নির্মম হৃদয় , কঠোর স্বভাব ফেরেশতাগণ, যারা অমান্য করে না আল্লাহ যা তাদেরকে আদেশ করেন তা এবং তারা যা করতে আদিষ্ট হন তাই করেন।

৭)এবং তাদের (নূহের স্ত্রী এবং লুতের স্ত্রী) বলা হয়েছিল প্রবশকারীদের সাথে দাখিল হয়ে যাও জাহান্নামের আগুনে।

সুরা ৬৬ আত্ তাহ্রীম, আয়াতঃ ১০

ضَرَبَ اللّٰهُ مَثَلًا لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوا امْرَاَتَ نُوْحٍ وَّامْرَاَتَ لُوْطٍ ؕ كَانَتَا
تَحْتَ عَبْدَيْنِ مِنْ عِبَادِنَا صَالِحَيْنِ فَخَانَتٰهُمَا فَلَمْ يُغْنِيَا
عَنْهُمَا مِنَ اللّٰهِ شَيْـًٔا وَّقِيْلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدّٰخِلِيْنَ ۝١٠

আল্লাহ কাফিরদের জন্যে নূহ(আঃ) ও লুত(আঃ)- এর স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করেছেন; তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সৎকর্মপরায়ন বান্দার অধীন; কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলো, ফলে নূহ (আঃ) ও লুত(আঃ) তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলেন না এবং তাদেরকে বলা হলোঃজাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল নূহ</u>

৮) তাদের (নূহের জাতি) অপরাধের জন্যে ডুবিয়ে দেয়া হলো পানিতে, অতঃপর তাদের দাখিল করা হবে জাহান্নামে।

সুরা ৭১ আল নূহ, আয়াতঃ ২৫

مِمَّا خَطِيٓـَٔـٰتِهِمْ أُغْرِقُوا۟ فَأُدْخِلُوا۟ نَارًا فَلَمْ يَجِدُوا۟ لَهُم مِّن دُونِ

اللَّهِ أَنصَارًا ﴿٢٥﴾

তাদের অপরাধের জন্যে তাদেরকে নিমজ্জিত করা হয়েছিল এবং পরে তাদেরকে প্রবেশ করানো হয়েছিলো জাহান্নামে, অতঃপর তারা কাউকেও আল্লাহর মুকাবিলায় সাহায্যকারী পায়নি।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল জিন</u>

৯)যে কেউ আল্লাহকে এবং তাঁর রাসুলকে অমান্য করবে, তার জন্যে জাহান্নামের আগুনই অবধারিত।

সুরা ৭২ আল জিন, আয়াতঃ ২৩

إِلَّا بَلٰغًا مِّنَ اللّٰهِ وَ رِسٰلٰتِهٖ ؕ وَ مَنْ يَّعْصِ اللّٰهَ وَ رَسُوْلَهٗ فَاِنَّ لَهٗ

نَارَ جَهَنَّمَ خٰلِدِيْنَ فِيْهَآ اَبَدًا ﴿٢٣﴾

শুধু আল্লাহর পক্ষ হতে পৌঁছানো এবং তাঁর বাণী প্রচারই আমাকে রক্ষা করবে। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুল(সঃ)-কে অমান্য করে তাদের জন্যে রয়েছে জাহান্নামের আগুন , সেখানে তারা চিরস্থায়ী হবে।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা মুদ্দাস্‌সির</u>

১০) আমি জাহান্নামের আগুনের তত্তাবধায়ক নিযুক্ত করেছি ফেরেশতাদের।

সুরা ৭৪ মুদ্দাস্‌সির, আয়াতঃ ৩০, ৩১

عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ ﴿٣٠﴾

সেখানে (জাহান্নামে) রয়েছে ঊনিশ জন (প্রহরী)।

وَمَا جَعَلْنَآ اَصْحٰبَ النَّارِ اِلَّا مَلٰٓئِكَةً ۙ وَّمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ اِلَّا
فِتْنَةً لِّلَّذِيْنَ كَفَرُوْا ۙ لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَيَزْدَادَ
الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِيْمَانًا وَّلَا يَرْتَابَ الَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتٰبَ وَ
الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ وَلِيَقُوْلَ الَّذِيْنَ فِيْ قُلُوْبِهِمْ مَّرَضٌ وَّالْكٰفِرُوْنَ مَاذَآ
اَرَادَ اللّٰهُ بِهٰذَا مَثَلًا ۭ كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللّٰهُ مَنْ يَّشَاۗءُ وَيَهْدِيْ مَنْ
يَّشَاۗءُ ۭ وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ ۭ وَمَا هِيَ اِلَّا ذِكْرٰى لِلْبَشَرِ ۝٣١

আমি ফেরেশতাদেরকে জাহান্নামের প্রহরী করেছি কাফিরদের পরীক্ষার জন্য আমি তাদের এই সংখ্যা উল্লেখ করেছি যাতে আহলে কিতাবের দৃঢ় বিশ্বাস জন্মে, ঈমানদারদের ঈমান বর্ধিত হয় এবং বিশ্বাসীগণ এবং আহলে কিতাব যেন সন্দেহ পোষণ না করেন। এর ফলে যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ও কাফিররা বলবেঃ আল্লাহ এ বর্ণনা দ্বারা কি বুঝাতে চেয়েছেন? এইভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে ইচ্ছা হেদায়েত দান করেন। তোমার প্রতিপালকের বাহিনী সম্পর্কে একমাত্র তিনিই জানেন। (জাহান্নামের) এই বর্ণনা তো সমস্ত মানুষের জন্য নিছক উপদেশ।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল আ’লা</u>

১১) যে প্রবেশ করবে সাঙঘাতিক বড় আগুনে।

সুরা ৮৭ আল আ’লা, আয়াতঃ ১০, ১১, ১২, ১৩

যারা ভয় করবে তারা উপদেশ গ্রহণ করবে।

আর তা’ উপেক্ষা করবে সে, যে নিতান্ত হতভাগ্য,

সে বৃহত অগ্নিতে প্রবেশ করবে,

অতঃপর সে সেখনে মরবেও না, বাঁচবেও ন।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল গাশিয়া</u>

১২) তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে।

সুরা ৮৮ আল গাশিয়া, আয়াতঃ ৪

তারা প্রবেশ করবে জ্বলন্ত আগুনে;

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল বালাদ</u>

১৩) তারা থাকবে উপরে ঢাকনা এঁটে দেয়া আগুনের মধ্যে।

সুরা ৯০ আল বালাদ, আয়াতঃ ২০

তাদের উপরই রয়েছে আচ্ছন্ন অবস্থায় অগ্নি।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল লাইল</u>

১৪)তাই আমি তোমাদের সতর্ক করে দিচ্ছি জ্বলন্ত আগুনের।

সুরা ৯২ আল লাইল, আয়াতঃ ১৪

আমি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিয়েছি জ্বলন্ত আগুনের।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা বাইয়্যেনা</u>

১৫) আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফুরী করবে তারা এবং মুশরিকরা থাকবে জাহান্নামের আগুনে।

সুরা ৯৮ বাইয়্যেনা, আয়াতঃ ৬

إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ فِي نَارِ جَهَنَّمَ
خَالِدِينَ فِيهَا ۚ أُولَٰئِكَ هُمْ شَرُّ الْبَرِيَّةِ ۞

আহলে কিতাবদের মধ্যে যারা কুফুরী করেছে এবং মুশরিকরা জাহান্নামের আগুনের মধ্যে স্থায়ীভাবে অবস্থান করবে; তারাই সৃষ্টির সর্ব নিকৃষ্ট।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল কারিয়া</u>

১৬)সেটা হলো জ্বলন্ত আগুন।

সুরা ১০১ আল কারিয়া, আয়াতঃ১১

نَارٌ حَامِيَةٌ ۢ

(এটা) অতি উত্তপ্ত অগ্নি।

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল হুমাযা</u>

১৭)(তা হলো) আল্লাহর আগুন , যা (দাউ দাউ করে) জ্বালিয়ে রাখা হয়েছে।

সুরা ১০৪ হুমাযা , আয়াতঃ ৬

نَارُ اللَّهِ الْمُوقَدَةُ ۢ

(এটা) আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন,

<u>পবিত্র কোরআনে ইরশাদ হচ্ছেঃ সুরা আল লাহাব</u>

১৮) অচিরেই তাকে(আবু লাহাবকে) পোড়ানো হবে আগুনের লেলিহান শিখায়।

সুরা ১১১ আল লাহাব, আয়াতঃ ৩

অচিরেই সে লেলিহান শিখাময় জাহান্নামের আগুনে প্রবেশ করবে,

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা, যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলকে অমান্য করবে তাদের জন্যে জাহান্নামের আগুন অবধারিত। আসুন আমরা নিজেদেরকে ও নিজেদের পরিবারবর্গকে রক্ষা করি জাহান্নামের আগুন থেকে। আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের নির্দেশ মেনে চলার মাধ্যমেই আমরা রক্ষা পাবো জাহান্নামের আগুন থেকে।

আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

.....